হাজিয়া (Hagia) সোফিয়া, তুরস্ক

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু তুরস্কের 'হাজিয়া (Hagia) সোফিয়াকে' মসজিদে রূপান্তরকরণ প্রসঙ্গে।

হাজিয়া (Hagia) সোফিয়া সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৪ সাল পর্যন্ত এটা গ্রিক অর্থোডক্স এর গীর্জা ছিল। ১২০৪ সাল থেকে ১২৬১ সাল পর্যন্ত এটা রোমান ক্যাথলিকদের গীর্জা ছিল। ১২৬১ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত এটা আবার গ্রীক অর্থোডক্স গীর্জা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অর্থাৎ ৮৬৯ বছর অর্থোডক্স এবং ৫৭ বছর ক্যাথলিক মোট ৯১৬ বছর গীর্জা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৪৫৩ সালে মুসলিম সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ এই ভূখণ্ড জয় করেন এবং গীর্জা অথরিটি থেকে এই ভূমি ক্রয় করে এটাকে মসজিদে রূপান্তর করেন।

১৯৩৪ সালে তুরস্কের শাসক কামাল আতাতুর্ক এটাকে জাদুঘর ঘোষণা করেন। ২০২০ সালে জুলাই মাসে তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেন: কামাল আতাতুর্কের ঘোষণা অবৈধ ছিল। ২০২০ সালের ২০শে জুলাই থেকে এটা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে সরকারি ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রশ্ন: ইসলামের দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিস এই রূপান্তর সমর্থন করে কিনা?
উত্তর: অবশ্যই সমর্থন করে।

তৎকালীন সমাজের নিয়ম ছিল: যুদ্ধে যারা জয়ী হবে তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় গুলোকে রূপান্তরিত করতে পারবে।

মুসলমানগনও করেছে, খ্রীষ্টানগণও করেছে। কর্ডোভা ও গ্রানাডায় অসংখ্য মসজিদ কে গীর্জা বানানো হয়েছে। মুসলমানগনও করেছে: অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলো কে মসজিদ বানিয়েছে। এটা কোরআন, হাদিস বিরোধী নয়।

বর্তমানেও ইউরোপ-আমেরিকায় গীর্জা কিনে মুসলমানরা মসজিদ বানিয়েছেন ও বানাচ্ছেন।

তবে, মুসলমানগন কোন এলাকা জয় করলে ওখানকার অমুসলিম লোকেরা বস্যতা স্বীকার করে জিজিয়া কর দিতে প্রস্তুত থাকলে তাদের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উপাসনালয় নিরাপদ থাকবে। অথবা জয়ী মুসলমান ও পরাজিত অমুসলিমদের মধ্যে চুক্তি হলে: চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে এবং অমুসলিমগণ জিজিয়া কর প্রদান করবে।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুলে যুদ্ধে জয় লাভ করেন এবং তৎকালীন আইন অনুসারে মসজিদ বানানো তার জন্য বৈধ ছিল। অধিকন্তু, তিনি জায়গাটুকু গীর্জার মালিকদের থেকে কিনে নিয়েছিলেন। সুতরাং এটা অবশ্যই বৈধ ছিল।

বরং, তুরস্কের নেতা কামাল আতাতুর্কের জাদুঘর ঘোষণা করা অবৈধ ছিল। যেটা ৮৬ বছর পর তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালত ও বর্তমান সরকারের মসজিদ ঘোষণার মাধ্যমে বাতিল করেন।

<u>পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

অনুমতি দেয়া হলো (প্রতিরোধের) যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে আল্লাহ সক্ষম। সূরা হজ্ব: আয়াত নং ২২: ৩৯

الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

(কারণ) তাদেরকে অন্যায় ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে। (তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে) শুধু এই কারণে যে তারা বলে: "আল্লাহ আমাদের রব"। আল্লাহ যদি একদল মানুষকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যেত (খ্রিষ্টান) বৈরাগীদের উপাসনালয়, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয়, এবং মসজিদসমূহ যেগুলোতে বেশি বেশি স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর অবশ্যই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। সূরা হজ্ব: আয়াত নং ২২: ৪০

৩৯ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যুদ্ধের অনুমতি দানের এটাই নাযিলকৃত প্রথম আয়াত। ৩৯ ও ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে কেন এই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো: কারণ মুসলমানদের উপর মুশরিকগন যুলুম করেছে এবং তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ৪০ নম্বর আয়াতের শেষাংশে: ক্ষমতা পরিবর্তনের স্থায়ী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। কোনক্রমেই এই আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় না যে, অমুসলিমদের উপাসনালয় মসজিদে রূপান্তর করা যাবে না।

ক্ষমতা পরিবর্তনের স্থায়ী নীতি সম্পর্কে আয়াত: সূরা বাকারা ২৫১ নম্বর-

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

অতএব, তারা আল্লাহর হুকুমে তাদের পরাস্ত করলো এবং দাউদ হত্যা করলো জালুতকে। আর আল্লাহ তাকে (দাউদকে) দান করলেন রাজত্ব আর হিকমা (প্রজ্ঞা) এবং তাকে শিক্ষা দিলেন যা তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির একটি দলকে আরেকটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তাহলে তো পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটে যেতো। কিন্তু আল্লাহ জগতবাসীর প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ২: ২৫১

হযরত ওমর (রা:) এর জেরুজালেমে গীর্জায় সালাত আদায় করতে অস্বীকৃতি ও এটা প্রমাণ করে না যে, অমুসলিমদের উপাসনালয়কে মসজিদে রূপান্তর করা যাবে না। ওমর (রা:) এর সাথে জেরুজালেমের অমুসলিমদের চুক্তি হয়েছিল এবং তারা জিজিয়া কর দিয়ে বস্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। সুতারাং, অমুসলিমদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও উপাসনালয় নিরাপদ ছিল মুসলমানদের হাতে।

এ সংক্রান্ত হাদিস:

অমুসলিমদের মূর্তি ভেঙে ফেলা এবং তাদের উপাসনালয় ভেঙে ফেলা সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস, সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম শরীফের হাদীস: ৪৩৯৭ নম্বর

ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) শহরে প্রবেশ করলেন। কাবায় তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিল। তিনি তার লাঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে সব মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং মুখে তেলাওয়াত করছিলেন:

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴿٨١﴾

"আরো বলো, সত্য এসেছে, মিথ্যা অপসারিত হয়েছে। আর মিথ্যা তো অপসারিত হবারই। (সূরা ১৭ বনি ইসরাইল: আয়াত ৮১)

মুসলিম শরীফের হাদীস: ২৪৩৭ নম্বর

রাসূল (সা:) জাবির (রা:) কে যুলখালাসা (এটাকে ইয়ামেনের কাবা অথবা উত্তরের কাবাও বলা হতো) ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ৩৫০ জন ঘোড়সাওয়ার নিয়ে মূর্তিগুলো এবং উপাসনালয় ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। রাসুল (সাঃ) এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য জাবের (রা:) ও তার সৈন্যদলের জন্য দোয়া করেছিলেন।

নাখলায় উজ্জা মূর্তি ও তার জ্বিন কে খালিদ বিন ওয়ালিদ ধ্বংস করেছিলেন। আমর বিন আল আশ সূয়া মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। জায়েদ বিন আল আশহালিকে প্রেরন করা হয়েছিল মানাত মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। আবুল হাইআয আল-আসাদী (রা:) কে হযরত আলী (রা:) নির্দেশ দিয়েছিলেন: মূর্তি ও কবরের উপর নির্মিত স্থাপত্য ধ্বংস করার জন্য।

সুতরাং কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে অমুসলিমদের উপাসনালয়কে মসজিদে রূপান্তর করা অতীতে কোনো অবৈধ কাজ ছিল না, আর বর্তমানেও এগুলো ক্রয় করে মসজিদে রূপান্তর করা অবৈধ কাজ নয়।

কোন মুসলিম ধর্মীয় নেতা বা রাজনৈতিক নেতার মধ্যে এই বিভ্রান্তি থাকা ঠিক নয় যে, তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালত অন্যায় রায় দিয়েছে অথবা তুরস্ক সরকার আবার মসজিদে রূপান্তর করে অবৈধ কাজ করেছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।